সমাধান

কেশবপুর, যশোর।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ প্রকল্প সমাপনী প্রাতিবেদন।

বাস্ড়বায়নেঃ সমাধান

সহযোগিতায়ঃ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন।

তারিখঃ আগষ্ট ১১, ২০০৯

১. সূচনাঃ

সমাধান একটি অ-রাজনৈতিক, অ-লাভজনক, ধর্মনিরপেক্ষ, সেবামূলক উন্নয়নমুখী স্থানীয় পর্যায়ের বেসরকারী সংস্থা। এই সংস্থা অক্টোবর ১৪, ১৯৮৭ থেকে বাংলাদেশের দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলের যশোর ও সাতক্ষিরা জেলার কপোতাক্ষ নদ, হরিহর, শ্রীনদী, মুক্তেশ্বরী ইত্যাদি নদী অববাহিকার দুর্যোগ প্রবন বিভিন্ন প্রত্যান্ড় উপজেলার বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা, শৈত প্রবাহ ইত্যাদি প্রকৃতিক দুর্যোগ পীড়িত মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী দাতা সংস্থার অর্থ ও কারিগরি সহায়তা এবং স্থানীয় প্রশাসন ও সর্বস্ড়রের মানুষের সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে বিভিন্নমুখী উন্নয়ন কার্যক্রম অত্যন্ড় **নিবিড়ভাবে** বাস্ড়বায়ন করে আসছে।

বাস্ড়বায়িত কার্যক্রমের মধ্যে **"নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ"** অন্যতম বলে এলাকা বাসি মনে করেন। এই কার্যক্রম বাস্ড় বায়নে সমাধান এর অনেক শিক্ষনীয় বিষয় ছিল, যা কাজে লাগিয়ে সমাধান অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে বলে আমরা দাবিদার।

২. ভূমিকাঃ

এ এলাকার মানুষ প্রতি বছর বিভিন্ন দুর্যোগের কারনে হয়ে পরে সহায় সম্পদহীন, বিশেস করে জলাবদ্ধতা, বিগত ২০০০ সাল থেকে প্রতি বছরের জলাবদ্ধতায় এলাকার মানুষ একবারে দিশেহারা, উজানের ধেয়ে আসা পানি ও অতি বৃষ্টিজনিত কারনে সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় এরাকার মানুষের জীবন যত্রারমান সর্ব নি পর্যায়ে, এতে সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় অত্র এলাকার দরিদ্র পরিবারের শিশু, নারীও বয়ঃবৃদ্ধ নারী পুর ষ। অত্র এলাকার প্রায় ৯৮% মানুষ কৃষি উৎপাদনের উপর সরাসরি নির্ভশীল। কৃষি নির্ভর মানুষের শুধুমাত্র কৃষির আয় দিয়ে তাদের জীবন যাত্রার মান আদৌ নিয়ন্ত্রন করতে পারেনা। এলাকার প্রায় ৬০% মানুষ ভূমিহীন, স্থানীয়ভাবে বছরে প্রায় ০৭ মাস তাদের হাতে কোন কাজ থাকে না। প্রায় ৫০% মানুষ এ কারণে কাজের সন্ধানে সুদের উপর টাকা নিয়ে এলাকার বাহিরে চলে যায় এবং দীর্ঘ সময় তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে তেমন কোন যোগাযোগ থাকে না। এই সময়ে ঐ সমস্থ পরিবারের মহিলারা বিবিন্নভাবে দুচিন্ড়, অভাব অনটন, নিরাপত্তাহীনতা ও নানা ঝুঁকির মধ্যে ছেলে মেয়ে নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করতে থাকে এবং দিনে রাতে চরম শারীরিক ও মানুষিক চাপে থাকে পরিবারের নারী সদস্যগণ। কিছু কিছু পরিবারের নারী সদস্যরা জীবন ধারনের জন্য মাছ ধরা, জ্বালানী খড়ি সংগ্রহ ও বিক্রি করে থাকে, কেউ কেউ সবজি, মসলা ও অন্যন্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করে ছেলে মেয়ে ও পরিবারের বয়স্কদের নিয়ে অতি কষ্টে জীবন যাপন করে থাকে। আবার কেউ কেউ মাটি কাটার মত কঠিন কায়িক শ্রমের কাজ করে জীবন ধারন করে থাখে। এলাকার প্রায় ২৫% মানুষ হতদরিদ্র, তারা কখনই বিভিন্ উন্নয়ন কাজে জরিত হয় না বা হওয়ার কোন সুযোগ নাই। ফলে দিন দিন দরিদ্র থেকে হতদরিদ্রের সংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গতানুগতিক পুর ষ শাষিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের অবস্থা খুবই নাজুক। এ সমাজের নারীরা পরিস্থিতির শিকার ও খুবই অসহায়। কপোতাক্ষ নদ এলাকার নারী পুর ষের মধ্যে খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন, পারিবারিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ড় গ্রহনে দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরনগত বৈশম্যই নারীদের কষ্টের বড় কারণ। সব সময় নারীরা পুর ষের পরে কাবার খেয়ে থাকে, অভাবের সময় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নারীদের না খেয়ে থাকতে হয়। ছেলেরা পরিবার ও সমাজের সম্পদ হিসেবে পরিগনিত,

তাই সকল সুবিধা মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা অনেক বেশী পেয়ে থাকে যেমন-শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন ইত্যাদি। এলাকার গর্ভবতি মায়েরা দিনরাত পরিবারের সবচেয়ে কঠিনতম কাজগুলি করে থাকে। যে সমস্থ মায়েরা নবজাতক কন্যা সন্ড়ানের মা হয়ে থাকেন তারা প্রসুতি মা হিসেবে সেবা পাওয়ার পরিবর্তে পেয়ে থাকেন ধিক্কার, হয়ে থাকেন বিনা দোষে দুষি, শারীরিক ও মানুষিকভাবে নানা কষ্টে থাকতে হয় তাদেরকে।

ছবিতে জলাবদ্ধতা এবং এ অবস্থায় টিকে থাকার বিকল্প উপায়।

এলাকার বেশীর ভাগ পরিবারই নারীদের বাহিরে, বাবার বাড়ী, পাড়া প্রতিবেশীর বাড়ী যাওয়া মেনে নেয় না, এমন কি পরিবারে ও সমাজে তাদের মতামতের কোন মূল্য দেওয়া হয় না। নারীরা তাদের স্বাস্থ্য সেবা, মেয়ের চিকিৎসা, ছেলে মেয়েদের বিয়ে, শিশু জন্ম দেওয়া, পরিবার পকিল্পনা, ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠানো, ক্রয় বিক্রয়, আয়কৃত অর্থের ব্যবহার ইত্যাদি কোন কিছুতেই মতামত প্রকাশের সুযোগ পায় না। অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে নারীদের রয়েছে ভ্রান্ড় ধারনা, তারা এই ভাবে সবকিছুকে দেখে যে এ সবই **আল- াহর দান**।

সকলক্ষেত্রে এলাকার নারী ও শিশুরাই নির্যাতনের শিকার, সমাজে বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, যৌতুক, তালাক ইত্যাদি সচরাচর অভ্যাসে পরিনত হয়েছে। সমাজে নরীরা এই জাতীয় বৈসম্যের প্রতিবাদ করে নিজেদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে সমাজের উন্নয়নশীল কাজে নিজেদেরকে আত্মবিনিয়োগ করার মত শক্তি ও সাহস একবারেই নাই। চাহিদা অনুযায়ী জীবন যত্রার মান উন্নয়নে মৌলিক অধিকারের কোনটাই পাচ্ছে না নারী সমাজ। এই সমস্থ সীমাবদ্ধতার জন্য নারীরা সার্বিক উন্নয়নে অকেখানি পিছিয়ে। এলাকার মানুষ অসচেতনতার কারণে দিনদিন বিভিন্ন সম্পদ, স্বাস্থ্য হারিয়ে আরও দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর অবস্থায় পতিত হচ্ছে, যা সমাজ ও জাতীর জন্য বড় রকমের দায় ও ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

সমাধান এর নিজস্ব কর্ম এলাকায় তৃনমূল পর্যায়ের দরিদ্র, হতদরিদ্র নারী পুর ষকে সংগঠিত করে তাদের ক্ষুধা ও দারিদ্রতা দুরীকরন, শিক্ষা, অধিকার, নিরাপদ পানি, নিরাপদ পরিবেশ, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়াদি নিয়ে বিভিন্নমূখি উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করে আসছে। সংস্থা চলমান সকল কর্মসুচিতে জেন্ডার ও উন্নয়নকে ক্রস কাটিং ইস্যু হিসেবে অধিক গুর ত্ব দিয়ে সর্বস্ড়রের মানুষের সাথে অধিক আন্ড়রিকা ও গ্রহনযোগ্যতা নিয়ে সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে আসছিল।

পাশাপাশি এই সংস্থা বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় কেশবপুর উপজেলার দুর্যোগ প্রবন ৪ টি ইউনিয়নে "নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ প্রকল্প অত্যন্ড় সফলতার সাথে বাস্ড়বায়ন করে এলাকার লোকজনকে ব্যাপকভাবে সচেতন করেছে।

৩. প্রকল্পের নামঃ "নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ প্রকল্প"।

৪. প্রকল্প এলাকাঃ

সমাধান-

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন
যশোর	কেশবপুর	ত্রিমোহিনী
		সাগরদাঁড়ী
		কেশবপু
		পাঁজিয়া

ছবিতে জলাবদ্ধতা কবলিত প্রকল্প এলাকা

৫. প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে সক্রিয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন, প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত সভার মাধ্যমে ব্যাপক সচেতনতা সুষ্টি করা।
- গ্রাম পর্যায়ে দলীয় সভায় আলাচনার মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- এলাকায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে সংশিণ্টষ্ট সকলকে দায়িত্বশীল করা।
- সংস্থার সকল অফিস ও কর্মরত কর্মীদের বাড়ী পর্যায়ে নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ করার ব্যাপারে সংশিণ্টষ্ট সকল কর্মীদেরকে উদ্যোগী করা।
- নির্যাতিত নারী ও শিশুদের চিকিৎসা ও আইনী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা।

৬. প্রকল্পের মেয়াদঃ আগষ্ট ১১, ২০০৭ হতে আগষ্ট ১০, ২০০৯

৭. প্রকল্পের মোট বরাদ্দঃ ৩০০,০০০.০০ টাকা

৮. প্রকল্প বাস্ড়বায়ন পদ্ধতি ঃ

সংস্থার চলমান কার্যক্রম বাস্ড়বায়নাধিন এলাকার সংশিণ্টষ্ট ইউনিয়নসমূহে সংস্থার অন্যান্য কর্মসুচির সাথে জড়িত কর্মী ও প্রকল্প কর্মীদের যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করা হয়েছে।

৯. প্রকল্প বাস্ড়বায়নে সমাধান এর ভূমিকাঃ

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ বাস্ড়বায়নে সমাধান নিম্নে উলেণ্টখিত ভূমিকা পালন করেছে।

- কর্মী নিয়োগ করা।
- প্রকল্পের কার্যক্রম ও তা বাস্ড়বায়ন কৌশল বিষয়ে কর্মীকে প্রশিক্ষিত করা।
- সংস্থার চলমান অন্যান্য কার্যক্রমের কর্মীদেরকে অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষিথ করা।
- উপজেলা আইন সালিশী বোর্ড গঠন ও নিয়মিত সভার মাধ্যমে দায়িত্বশীল করে গড়ে তুলা।
- ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন ও তাদেরকে প্রশিক্ষণদানান্ড়ে নিয়মিত সভার মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি করা।
- গ্রাম পর্যায়ে সমিতিভূক্ত সকল সদস্যাদেরকে মাসিক সভার সেশনে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে ব্যাপক গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- নির্যাতন বিষয়ে নাটক লেখা ও গ্রাম পর্যায়ের নারী পুর"ষদেরকে আমন্ত্রনের মাধ্যমে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরনান্ড়ে উক্ত নাটক মঞ্চায়ন ও মতামত গ্রহন পূর্বক নির্যাতন বিষয়ে করনীয় ও বর্জনীয় দিক নির্শেনা প্রদান করা তথা ব্যপক গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

১০.প্রকল্পের বিস্ড়রিত কার্যক্রম পরিকল্পনাঃ

ক্রম	কাজের বিবরণ	লক্ষমাত্র	ষান্মাসিক ভিত্তিতে বাস্ড় বায়নের সময়			
			১ম	২য়	৩য়	৪থ
১	কর্মী প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর।	১ জন				
২	সংস্থার কর্মীদের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন দেয়া।	১৪ জন				
৩	সংস্থার সংশিণ্টষ্ট কর্ম এলাকার ৫৮ টি গ্রামে সংগঠিত সকল নারী দলে মাসিক ভিত্তিতে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতামূলক সেশন পরিচালনা করা।	১০০%				
৪	১২ সদস্য বিশিষ্ট ওয়ার্ড নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা	১২ টি				
৫	ওয়ার্ড নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	১৪৪ জন				
৬	৪ টি ইউনিয়নে ১১ সদস্য বিশিষ্ট ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা।	৪ টি				
৭	ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন দেয়া।	৪৪ জন				
৮	ওয়ার্ড নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির ত্রৈ-মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও কর্মপরিকল্পনা সভা করা।	৩৬ টি				
৯	ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির ত্রৈ-মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও কর্ম পরিকল্পনা সভা করা।	১২ টি				
১০	গ্রাম ভিত্তিক উঠান বৈঠক (৫৮ টি গ্রামে)	৫৮ টি				
১১	উপজেলা কেন্দ্রিক ৫ সদস্য বিশিষ্ট আইন সালিশী বোর্ড গঠন ও কার্যকর করে গড়ে তোলা।	১ টি				
১২	উপজেলা কেন্দ্রিক ৫ সদস্য বিশিষ্ট আইন সালিশী বোর্ড গঠন নির্যাতনের বির"দ্ধে প্রয়োজনীয় সালিশী সমাধা ও ওয়ার্ড কমিটিকে সার্বিক সহায়তা প্রদান এবং প্রয়োজনে কোর্টের আশ্রয় নিতে নির্যাতিত নারী শিশুদেরকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।	চাহিদা মাফিক				
১৩	নির্যাতিত শিশু ও নারীদের আইনী ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা।	চাহিদা মাফিক				
১৪	গণ নাটক মঞ্চায়ন	৪ টি				
১৫	গণ সংগীত	৪ টি				
১৬	নারী ও শিশু নির্যাতন বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষামূলক উপকরণ সংগ্রহ	চাহিদা মাফিক				

১১. এক নজরে প্রকল্পের কর্মসুচি ভিত্তিক লক্ষমাত্রা ও অর্জনঃ

ক্রম	মূল কাজ সমূহ	উপ-কাজ সমূহ	লক্ষমাত্রা	অর্জন
১	কর্মী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান দক্ষতা বৃদ্ধি করা।	কর্মী নিয়োগ।	২ জন	০২ জন
		প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর।	১ জন	০
		নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন দেয়া।	১৪ জন	২৩ জন

ক্রম	মূল কাজ সমূহ	উপ-কাজ সমূহ	লক্ষমাত্রা	অর্জন
২	মহিলা সমিতিতে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে সেশন পরিচালনা	মোট গ্রাম।	৫৮ টি	৫৮ টি
		মোট সমিতি।	০	৭০ টি
		সমিতির মোট সদস্য।	০	০
		সমিতিতে সেশন পরিচালনা।	০	**৭০ টি**
		সেশনে উপস্থিত মোট সদস্য।	০	**১০৫০ জন**
৩	১২ সদস্য বিশিষ্ট ওয়ার্ড নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন।	ওয়ার্ড কমিটি গঠন।	১২ টি	১২ টি
		ওয়ার্ড কমিটির পুরুষ সদস্য।	০	৯১
		ওয়ার্ড কমিটির মহিলা সদস্য।	০	৩২
		ওয়ার্ড কমিটির মোট সদস্য।	১৪৪ জন	১৪৪ জন
		ওয়ার্ড কমিটির সদস্যদের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান।	১৪৪ জন	১৩০ জন
		ওয়ার্ড কমিটি ত্রৈ-মাসিক সভা হয়েছে।	৮৪ টি	৮৪ টি
		ওয়ার্ড কমিটির ত্রৈ-মাসিক সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা।	১০০৮ জন	৭০০ জন
৪	১১ সদস্য বিশিষ্ট ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন, প্রশিক্ষণ ও ত্রৈ-মাসিক সভা।	ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা।	৪ টি	৪ টি
		ইউনিয়ন কমিটির মহিলা সদস্য	০	৯ জন
		ইউনিয়ন কমিটির পুরুষ সদস্য।	০	২৯ জন
		ইউনিয়ন কমিটির মোট সদস্য।	৪৪ জন	৪৪ জন
		ইউনিয়ন কমিটির সদস্যদের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান।	৪৪ জন	৩৮ জন
		ইউনিয়ন কমিটি ত্রৈ-মাসিক সভা হয়েছে।	২৮ টি	২৮ টি
		ইউনিয়ন কমিটি ত্রৈ-মাসিক সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা।	৩০৮ জন	২০৮ জন
৫	গ্রাম ভিত্তিক উঠান বৈঠক	মোট উঠান বৈঠক এর সংখ্যা।	৫৮	**৫৮**
		উঠান বৈঠকে উপস্থিত মহিলার সংখ্যা।	০	**১১৩১ জন**
		মোট গ্রাম সংখ্যা।	৫৮ টি	৫৮ টি
৬	উপজেলা কেন্দ্রিক ৫ সদস্য বিশিষ্ট আইন সালিশী বোর্ড গঠন ও কার্যকর করে গড়ে তোলা।	আইন সালিশী বোর্ড গঠন।	১ টি	**১ টি**
		আইন সালিশী বোর্ডের মহিলা সদস্য সংখ্যা।	০	**১ টি**
		আইন সালিশী বোর্ডের পুরুষ সদস্য।	০	**৪ জন**
		আইন সালিশী বোর্ডের মোট সদস্য।	৫ জন	**৫ জন**
		আইন সালিশী বোর্ডের সভা হয়েছে।	০	**৩ জন**
		আইন সালিশী বোর্ডের সভা হয়েছে।	১৫ জন	**১৪ জন**

ক্রম	মূল কাজ সমূহ	উপ-কাজ সমূহ	লক্ষমাত্রা	অর্জন
		আইনী সহায়তা প্রাপ্ত'র সংখা।	০	**২ জন**
		চিকিৎসা সহায়তা প্রাপ্ত'র সংখ্যা।	০	**২ জন**
৭	গণ-নাটক ও গণ-সংগীত	গণ নাটক ও গণ-সংগীত পরিবেশনা।	৪ টি	৪ টি
		গণ নাটক ও গণ-সংগীতে উপস্থিত মোট দর্শকের সংখ্যা	০	০
		গণ নাটক ও গণ-সংগীতে উপস্থিত পুরুষ দর্শকের সংখ্যা	০	০
		গণ নাটক ও গণ-সংগীতে উপস্থিত মহিলা দর্শকের সংখ্যা	০	০
৮	নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে শিক্ষামূলক উপকরণ সংগ্রহ।		০	**১ সেট**
৯	নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে শিক্ষামূলক তথ্য বোর্ড স্থাপন।		০	**১ টি**

১২. প্রকল্প বাস্ড়বায়ন কাঠামোঃ

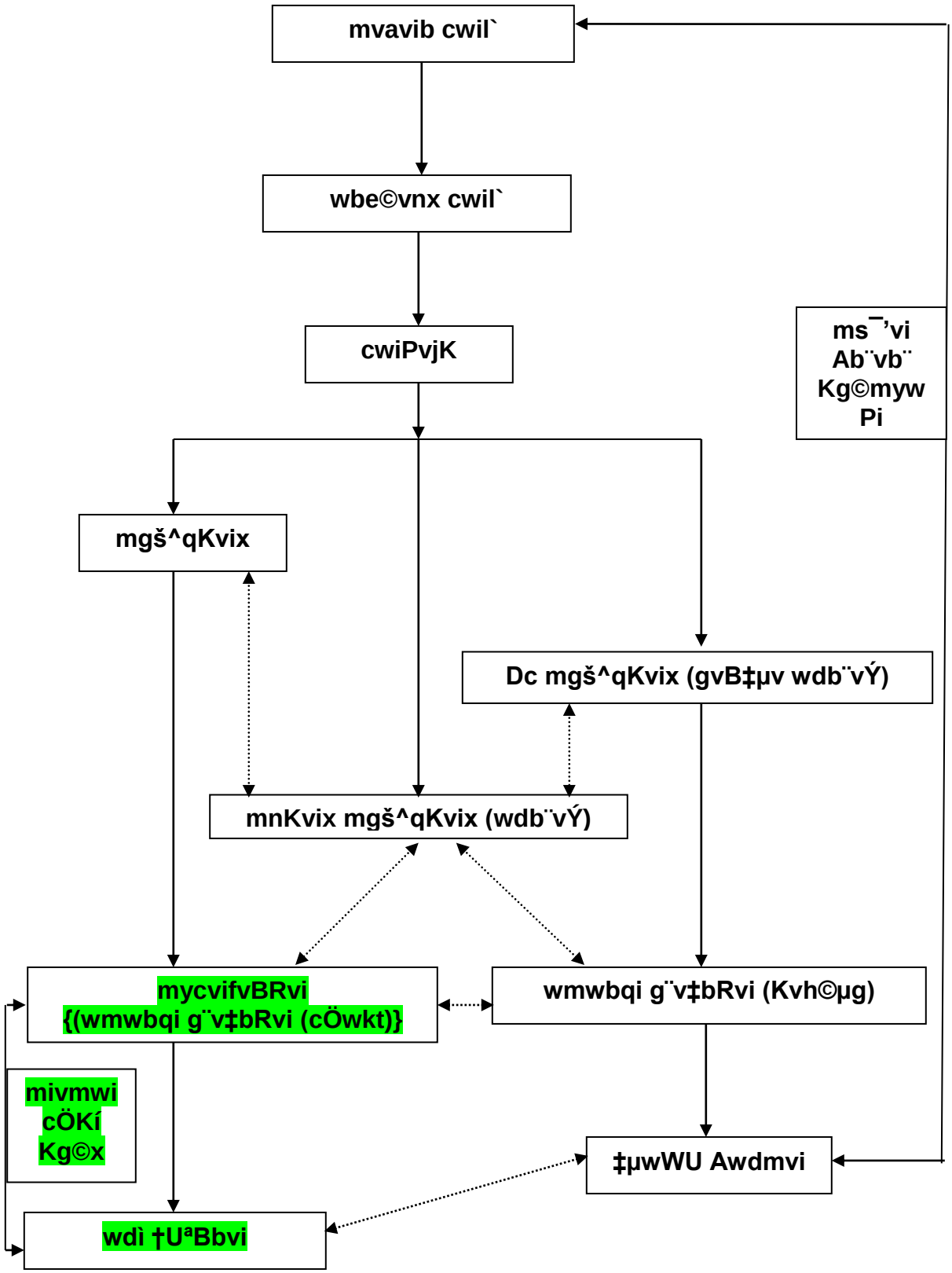

১৩. প্রকল্প বাস্ড়বায়ন কৌশলঃ

সমাজ থেকে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্ড়বায়নে তৃণমূল পর্যায়ের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিবর্গকে প্রধান্য দিয়ে ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটিতে অন্ড়ভূক্তকরণ করা হয়েছে। ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড কমিটির সদস্যদের নির্যাতনের কুফল এবং তা দুরীকরনে কমিটির সদস্যদের করনীয় বিষয়ে সম্পর্কে অধিক গুর"ত্ব দেয়া হয়েছে, যাতে তার অধিক দায়িত্বশীল হতে শেখে। ইউনিয়ন কমিটির সার্বিক সহযোগিতায় ওয়ার্ড কমিটিকে পরিচালনা ও কার্যকর করা, অপরদিকে উপজেলা আইন সালিশী বোর্ড আইনী সহায়তা প্রদানের লক্ষে গড়ে তোলা হয়েছে। নাটক, গণসংগীত ও গ্রাম পর্যায়ে মাসিক উঠান বৈঠক এর মাধ্যমে সর্বস্ড়রের জনগণকে সচেতন করা হয়েছে। সকল ক্ষেত্রে সমাধান স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষ বাহিনী তৈরীর বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে টেকসই উদ্যোগ গ্রহন করেছে।

১৪. প্রকল্প কার্যক্রম মনিটরিং এর কৌশল ঃ

সমাধান প্রকল্পের কার্যক্রমের সঠিকতা নিশ্চিতকরণে নিয়মিত মনিটরিং সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে নিশ্চিত করেছে। নিয়মিত উপজেলা আইন সালিশী বোর্ড, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড কমিটির সাথে সভা, মতবিনিময়, প্রকল্প টীমের সাথে সভা, সরেজমিনে মাঠ পরিদর্শন, তৃনমূল মানুষের মতামত সংগ্রহ, বিভিন্ন সময়ের ও পর্যায়ের প্রতিবেদন যাছাই ইত্যাদি। মনিটরিং এ প্রাপ্ত সীমাবদ্ধতা, বাধা নিরসনে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে এবং নতুন নতুন সুযোগ কাজে লাগানো হয়েছে।

১৫. প্রকল্পের প্রতিবেদন তৈরীর কৌশলঃ

মাসিক ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে মাঠ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতি মাসে মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরী করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্ত ও জেলা প্রশাসক মহোদয়কে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া ঐ সকল তথ্য সংকোলন করে প্রতি ছয় মাস পরপর প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরী ও সংশিণ্টষ্ট দপ্তরে প্রদান করা হয়েছে।

১৬. কর্মসুচি ভিত্তিক প্রকল্পের বিস্ড়রিত অর্জিত সাফল্যঃ

১৬.১. সম্পাদিত কাজঃ

প্রকল্পের সাথে জড়িত সমাধান এর এমন কর্মকর্তা ও কর্মীদের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান।

১৬.১.১. বাস্ড়বায়িত এলাকাঃ কেশবপুর উপজেলা।

১৬.১.২. বাস্ড়বায়নের যৌক্তিতাঃ

প্রকল্পে কর্মী সাপোর্ট তুলনামূলকভাবে কম হওয়ার বিভিন্ন শ্রেনীর ও পেশার মানুষকে প্রকল্প'র কাঙ্খিত বিষয়গুলি অবহিত করতে অনেক সময় লেগে যায়, অপরদিকে অল্প সময়ে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জ্ঞান সচেতনতা বৃদ্ধিতে বেশী কর্মীর সহায়তার বিকল্প নাই। একটি নির্দিষ্ট এলাকায় একই বর্তা বেশী মানুষের মাধমে প্রদান করলে সাধারন মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক সারা পাওয়া যায় এবং সময়ে বেশী এলাকা ও মানুষের কভারেজ দেয়া সম্ভব। পাশাপাশি প্রকল্পে বিশী কর্মী নিয়োগের সুযোগ থাকলেও নতুন নতুন কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন উপযোগী করতে বেশ একটা সময় নষ্ট হয়, তাই প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কর্মীকে শুধুমাত্র ওরিয়েন্টেশন দিয়ে সল্প সময়ে কাজে লাগানো যায়, যেহেতু এলাকার সবকিছু আগে থেকেই তাদের জানা আছে। তাই সংস্থার বর্তমান কর্মীদেরকে ওরিয়েন্টেশন দি

ছবিতে সমাধান এর কর্মী ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ।

১৬.১.৩. অংশগ্রহনকারীর ধরণঃ

সমাধান এর চলমান অন্যান্য কর্মসুচি বাস্ড়বায়নের সাথে জড়িত কর্মী ও কর্মকর্তাগণ।

১৬.১.৪. মোট অংশগ্রহনকারীঃ ২৪ জন

১৬.১.৫. সমাধান এর ভূমিকাঃ

- প্রকল্প এলাকায় কর্মরত কর্মী/কর্মকর্তাদের নির্বাচন কনা।
- ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা।
- ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা।
- চলমান কর্মসুচির সময়ের সাথে প্রকল্পের কর্মসুচির সময় নির্ধারন পূর্বক তা বাস্ড়বায়নে সংশিণ্টষ্ট সকল কর্মীদেরকে দায়িত্ব প্রদান করা।

১৬.১.৬. মোট খরচঃ ১,৪১৭.০০

১৬.১.৭. সার্বিক প্রভাবঃ

- কর্মী এবং এলাকার মানুষের পূর্বের পরিচয় এবং সেশন পরিচালনায় অভ্যস্থ থাকার কারনে প্রকল্পের বিষয়গুলি সাধারন মানুষকে বুঝাতে কিছুটা সহজ হয়েছে।
- অল্প সময়ে বেশী মানুষকে একই বার্তা দেয়া সম্ভব হয়েছে।
- প্রকল্প কর্মী স্বচ্ছন্দে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- অফিস ও কর্মীর পরিবার পর্যায়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৬.১.৮. উপকারভোগীদের উপর প্রভাবঃ

- এলাকার সংগঠিত নারী সদস্যদের মাধ্যমে সকল পরিবার ও পরিবারের সদস্যগণ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতন হয়েছে।
- নির্যাতনের কারন, কুফল এবং এর প্রতিকার বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়েছে।
- পরিবার ও সমাজের নারী ও শিশু নির্যাতন দিন দিন কমছে।

১৬.২. সম্পাদিত কাজঃ

সংস্থার সংশিণ্টষ্ট কর্ম এলাকার ৫৮ টি গ্রামে সংগঠিত সকল নারী দলে মাসিক ভিত্তিতে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতামূলক সেশন পরিচালনা করা।

১৬.২.১. বাস্ড়বায়িত এলাকাঃ

কেশবপুর উপজেলার ত্রিমোহিনী, সাগরদাঁড়ী, কেশবপুর এবং পাঁজিয়া ইউনিয়নের প্রত্যন্ড় এলাকায় সংগঠিত সকল মহিলা সমিতি।

১৬.২.২. বাস্ড়বায়নের যৌক্তিতাঃ

তৃণমূল পর্যায়ে সমাধান কর্তৃক সংগঠিত মহিলা সমিতিতে গড়ে ২৫-৩০ জন সদস্য আছে, এক পরিবার থেকে মাত্র একজন সমিতির সদস্য। এই সদস্যগুলো সংস্থার বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পেয়ে যথেষ্ট সচেতন হয়েছে এবং পরিবারে ও সমাজে এই সকল সদস্যদের গ্রহনযোগ্যতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে গড়ে প্রত্যেক সদস্য

পরিবারে ৫ জন করে সদস্য আছে। যদি মাসিক সভায় নিয়মিত সেশনে নারী ও শিশু নির্যাতন এর কারন, এর কুফল, নির্যাতন প্রতিরোধে করনীয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে নির্যাতন সম্পর্কে স্পষ্ট প্রদান করা হয়েছে এবং এই সকল সদস্য তাদের নিজ পরিবারের অন্যান্য সদস্য, আত্মীয় পরিবারের সদস্য ইত্যাদি ব্যক্তিদেরকে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সকলকে সচেতন করছে, ফলে এলাকায় ব্যাপক জনগণের এ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য পেয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে জলাবদ্ধ এলাকার প্রত্যন্ড় গ্রামের এই জাতীয় দরিদ্র পরিবারের নারী ও শিশুরাই নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। অতএব নির্যাতনের কারন, কুফল এবং করনীয় বিষয়ে এই সকল মানুষ সচেতন হয়ে এলাকায় দক্ষ বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠছে এবং পরিবার ও সমাজ থেকে নারী ও শিশু নির্যাতন দিন দিন কমছে।

১৬.২.৩. অংশগ্রহনকারীর ধরণঃ

তৃণমূল পর্যায়ের ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সের নারী, যাদের পরিবারে ও সমাজে দিন দিন গ্রহনযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৬.২.৪. মোট অংশগ্রহনকারীঃ

১৬.২.৫. সমাধান এর দায়দায়িত্বঃ

- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের জ্ঞান দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- সমিতি পর্যায়ে মাসিক আলোচনার পরিকল্পনা প্রনয়ণ।
- মাসিক দলীয় সেশনে নারী ও শিশু নির্যাতনের কারন, পরিনতী, কুফল এবং করনীয় বিষয়ে আলোচনার মাধমে সদস্যদেকে সচেতন করা।
- সংস্থা থেকে নির্যাতিত নারী ও শিশুদের আইনী ও চিকিৎসা প্রদানের বিষয়ে ধারনা প্রদান করা।
- সুপারভিশন ও মনিটরিং।

১৬.২.৬. মোট খরচঃ প্রযোজ্য নয়।

১৬.২.৭. সার্বিক প্রভাবঃ

- কর্মীর জ্ঞান দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সকল শ্রেনী ও পেশার মানুষ নারী ও শিশু নির্যাতনের কারন, পরিনতী, কুফল এবং করনীয় বিষয়ে জানতে পেরেছে।

১৬.২.৮. উপকারভোগীদের উপর প্রভাবঃ

- প্রত্যন্ড় এলাকার ভুক্তভোগী নারী ও পুর"ষগণ নারী ও শিশু নির্যাতনের কারন, পরিনতী, কুফল এবং করনীয় বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করেছে।
- পরিবারের শিশু ও নারী নির্যাতন বন্ধে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের উদ্যোগ বাড়ছে।
- শিশু ও নারী নির্যাতন পর্যায়েক্রমে কমছে।

১৬.৩. সম্পাদিত কাজঃ

ওয়ার্ড ভিত্তিক ১২ সদস্য বিশিষ্ট নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন।

১৬.৩.১. বাস্ড়বায়িত এলাকাঃ

কেশবপুর উপজেলার ত্রিমোহিনী, সাগরদাঁড়ী, কেশবপুর এবং পাঁজিয়া ইউনিয়নের সাবেক সকল ওয়ার্ডসমূহ।

১৬.৩.২. বাস্ড়বায়নের যৌক্তিতাঃ

ইউনিয়ন পরিষদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম অর্থাৎ তৃনমূল পর্যায়ের অতিব গুর"ত্বপূর্ন প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে এলাকার জনগণকে সাথে পারিবারীক ও নাগরিকসহ সমাজের সকল সমস্যা নিরসন এবং শান্ড়ি শৃখংলা বজায় রাখতে ভূমিকা পালন করে থাকে। সুশিল সমাজের অন্যান্য প্রতিনিধি যেমন শিক্ষক, মসজিদের ইমাম ইত্যাদি ব্যাক্তির উপর সমাজের অন্যান্য মানুষের বিশ্বাস অনেক বেশী এবং সাধারনত এই শ্রেনীর সমাজ পতিগণ সমাজের শান্ড়ি শৃংখলা, বিচার সালিশ ইত্যাদি সম্পাদন করে থাকে। তাই এই

জাতীয় মানুষের সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছে ওয়ার্ড নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি। যে কমিটি সত্যিকার অর্থে পরিবার ও সমাজ থেকে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

১৬.৩.৩. অংশগ্রহনকারীর ধরণঃ

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য, এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

১৬.৩.৪. মোট অংশগ্রহনকারীঃ ১৪৪ জন।

১৬.৩.৫. সমাধান এর ভূমিকাঃ

- ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে প্রকল্পের লক্ষ ও উদ্দেশ্য আলোচনা করা।
- দায়-দায়িত্ব আলোচনার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কমিটি গঠনে উদ্যোগী করা।
- কমিটি গঠন করা।

১৬.৩.৬. মোট খরচঃ ১,২০০.০০

১৬.৩.৭. সার্বিক প্রভাবঃ

- ওয়ার্ড কমিটির সদস্যগণ যথেষ্ট তৎপর।
- সমাজে কমিটির সদস্যদের ভুমিকা প্রশংসনীয়।
- সকল ক্ষেত্রে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে।
- সমন্বয়য়ের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করতঃ নির্যাতন প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম এর সাথে সর্বদা জড়িত।

১৬.৩.৮. উপকারভোগীদের উপর প্রভাবঃ

- এলাকায় নির্যাতন কমছে।
- নির্যাতন সংক্রান্ড় বিচার সালিশে বিচার পাচ্ছে।
- বিয়ে রেজিষ্ট্রির মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে।
- তালাকের প্রবনতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

১৬.৪. সম্পাদিত কাজঃ

ওয়ার্ড নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

১৬.৪.১. বাস্ড়বায়িত এলাকাঃ

কেশবপুর উপজেলার ত্রিমোহিনী, সাগরদাঁড়ী, কেশবপুর এবং পাঁজিয়া ইউনিয়নের সকল সাবেক ওয়ার্ডসমূহ।

১৬.৪.২. বাস্ড়বায়নের যৌক্তিতাঃ

গঠিত ওয়ার্ড কমিটির সদস্যগণ বিভিন্নভাবে যেহেতু সমাজের ও পরিবারের নানা অত্যাচার, অনাচার ও সমস্যা সমাধানে জড়িত, সেহেতু প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান দক্ষতা বৃদ্ধি পূর্বক পরিবারে ও সমাজের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে তাদের করনীও বিষয়গুলি জানা থাকলে আরও বেশী সক্রিয় হতে পারবে।

ওয়ার্ড নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ

১৬.৪.৩. অংশগ্রহনকারীর ধরণঃ

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য, এলাকার গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।

১৬.৪.৪. মোট অংশগ্রহনকারীঃ ১৪৪ জন।

১৬.৪.৫. সমাধান এর ভূমিকাঃ

- প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করা।
- পশিক্ষণের আয়োজন করা।
- প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।

১৬.৪.৬. মোট খরচঃ ১১,৯৭৩.০০

১৬.৪.৭. কার্যক্রমের সার্বিক প্রভাবঃ

- ওয়ার্ড কমিটির সদস্যগণ যথেষ্ট তৎপর।
- সমাজে কমিটির সদস্যদের ভুমিকা প্রশংসনীয়।
- সকল ক্ষেত্রে কমিটির সদস্যগণ যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে।
- সমন্বয়য়ের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন তথা নির্যাতন প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম এর সাথে সর্বদা জড়িত।

১৬.৪.৮. উপকারভোগীদের উপর প্রভাবঃ

- এলাকায় নির্যাতন কমছে।
- নির্যাতন সংক্রান্ড় বিচার সালিশে বিচার পাচ্ছে।
- বিয়ে রেজিষ্ট্রির মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে।
- তালাকের প্রবনতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

১৬.৫. সম্পাদিত কাজঃ

ওয়ার্ড নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির ত্রৈ-মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও কর্মপরিকল্পনা সভা করা।

১৬.৫.১. বাস্ড়বায়িত এলাকাঃ

কেশবপুর উপজেলার ত্রিমোহিনী, সাগরদাঁড়ী, কেশবপুর এবং পাঁজিয়া ইউনিয়ন এর সাবেক ওয়ার্ডসমূহ।

১৬.৫.২. বাস্ড়বায়নের যৌক্তিতাঃ

ওয়ার্ড কমিটির সদস্যদেরকে নিয়মিত মিটিং এর মাধ্যমে নির্যাতন প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমে তাদেরকে উৎসাহিত করা। বিগত কোয়ার্টারের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের অগ্রগতি, বাধা/ঝুঁকিসমূহ ইত্যাদি আলোচনা, বাধা বা ঝুঁকিসমূহ নিরসনের উপায় নির্ধারন করা, গ্রাম পর্যায়ে উঠান বৈঠক এ এবং পাড়ায় পাড়ায় নির্যাতন বির"ধী আন্দোলনের উদ্যোগে গ্রহনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে উদ্যোগী করা এবং ওয়ার্ড/গ্রাম পর্যায়ে নির্যাতন প্রতিরোধমূলক আর কিকি কার্যক্রম/উদ্যোগ পরবর্তী সময়ের জন্য উপযোগী তা নির্ধারন পূর্বক পরবর্তী কোয়ার্টারের পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন এর মাধ্যমে ওয়ার্ড কমিটির সদস্যদেরকে সক্রিয় করে তোলা।

ওয়ার্ড নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির ত্রৈ-মাসিক সভা।

১৬.৫.৩. অংশগ্রহনকারীর ধরণঃ

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ও এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

১৬.৫.৪. মোট অংশগ্রহনকারীঃ ১৪৪ জন।

১৬.৫.৫. সমাধান এর দায়দায়িত্বঃ

- নিয়মিত সভার আয়োজন করা।
- সভার আলোচ্য বিষয় নির্ধারনে সহযোগিতা প্রদান করা।
- নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাতে সহায়তা প্রদান করা।
- ইউনিয়ন নারী ওশিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা প্রদান করা।
- অগ্রগতি পর্যালোচনা, পরবর্তী সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ ইত্যাদি আলোচনা এবং সিদ্ধান্ড় গ্রহনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা।
- পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে সহযোগিতা, পরামর্শ প্রদান ও প্রয়োজনীয় সুপারভিশন ও মনিটরিং করা।

১৬.৫.৬. মোট খরচঃ ২০,৯৮১.০০

১৬.৫.৭. সার্বিক প্রভাবঃ

- কমিটির সদস্যগণ এর জ্ঞান, দক্ষতা ও নেতৃত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- নির্যাতন প্রতিরোধে এলাকায় স্থায়ী ও দক্ষ বাহিনী গড়ে উঠছে।
- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ পাড়ায় পাড়ায় এবং মহল- ায় ব্যাপক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কমিটির সদস্যগণ স্থানীয় পর্যায়ে সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করছে।
- ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রদিরোধ কমিটির সদস্যদের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করে কাজ করছে।
- নির্যাতন বির"ধী আন্দোলন গড়ে উঠছে।
- সমাজ থেকে নারী ও শিশু নির্যাতন দিন দিন লোপ পাচ্ছে।

১৬.৫.৮. উপকারভোগীদের উপর প্রভাবঃ

- নির্যাতন বির"ধী আন্দোলনে স্বোচ্ছার হয়েছে।
- নির্যাতিতদের কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- নির্যাতন দিন দিন কমছে।
- বিবাহ রেজিষ্ট্রির প্রবনতা বাড়ছে।
- যৌতুক তালাকের প্রবনতা কমছে।

১৬.৬. সম্পাদিত কাজঃ

৪ টি ইউনিয়নে ১১ সদস্য বিশিষ্ট ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা।

১৬.৬.১. বাস্ড়বায়িত এলাকাঃ

কেশবপুর উপজেলার ত্রিমোহিনী, সাগরদাঁড়ী, কেশবপুর এবং পাঁজিয়া ইউনিয়নসমূহ।

১৬.৬.২. বাস্ড়বায়নের যৌক্তিতাঃ

ইউনিয়ন পরিষদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম অর্থাৎ তৃনমূল পর্যায়ের অতিব গুর"ত্বপূর্ন প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে এলাকার জনগণকে সাথে পারিবারীক ও নাগরিকসহ সমাজের সকল সমস্যা নিরসন এবং শান্ড়ি শৃখংলা বজায় রাখতে ভূমিকা পালন করে থাকে। সুশিল সমাজের অন্যান্য প্রতিনিধি যেমন শিক্ষক, মসজিদের ইমাম ইত্যাদি ব্যাক্তির উপর সমাজের অন্যান্য মানুষের বিশ্বাস অনেক বেশী এবং সাধারনত এই শ্রেনীর সমাজ পতিগণ সমাজের শান্ড়ি শৃংখলা, বিচার সালিশ ইত্যাদি সম্পাদন করে থাকে। অপরদিকে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিগণ সরাসরী গ্রাম পর্যাযে বিভিন্ন ধরনের বিচার সালিশের সাথে জড়িত এবং উপজেলা প্রশাসন

এর সাথেও সরাসরি সম্পৃক্ত। তাই এই জাতীয় মানুষের সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছে ইউনিয়র্ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি। যে কমিটি সত্যিকার অর্থে পরিবার ও সমাজ থেকে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

১৬.৬.৩. অংশগ্রহনকারীর ধরণঃ

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ও এলাকার গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।

১৬.৬.৪. মোট অংশগ্রহনকারীঃ ৪৪ জন।

১৬.৬.৫. সমাধান এর ভূমিকাঃ

- ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে প্রকল্পের লক্ষ ও উদ্দেশ্য আলোচনা করা।
- ইউনিয়ন পরিষদে ইনছেপসন সভা করা।
- দায়-দায়িত্ব আলোচনার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ তথা ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠনে উদ্যোগী করা।
- নির্বাচিত প্রতিনিধ ও সুশিল সমাজের প্রতিনিধি সমন্বয়ে ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা।
- ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা।

১৬.৬.৬. মোট খরচঃ প্রযোজ্য নয়।

১৬.৬.৭. সার্বিক প্রভাবঃ

- ইউনিয়ন কমিটির সদস্যগণ যথেষ্ট তৎপর।
- সমাজে কমিটির সদস্যদের ভুমিকা প্রশংসনীয়।
- সকল ক্ষেত্রে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে।
- সমন্বয়য়ের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করতঃ নির্যাতন প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম এর সাথে সরাররি জড়িত।

১৬.৬.৮. উপকারভোগীদের উপর প্রভাবঃ

- এলাকায় নির্যাতন কমছে।
- নির্যাতন সংক্রান্ড় বিচার সালিশে সঠিক বিচার হচ্ছে।
- সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বয়সে ও যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরন পূর্বক বিবাহ সম্পন্ন করতে সকলকে উৎসাহিত করছে।

১৬.৭. সম্পাদিত কাজঃ

ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন।

১৬.৭.১. বাস্ড়বায়িত এলাকাঃ

কেশবপুর উপজেলার ত্রিমোহিনী, সাগরদাঁড়ী, কেশবপুর এবং পাঁজিয়া ইউনিয়নর।

১৬.৭.২. বাস্ড়বায়নের যৌক্তিতাঃ

গঠিত ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্যগণ বিভিন্নভাবে যেহেতু সমাজের ও পরিবারের নানা অত্যাচার, অনাচার ও সমস্যা সমাধানে জড়িত, সেহেতু প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান দক্ষতা বৃদ্ধি পূর্বক পরিবার ও সমাজের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে তাদের করনীও বিষয়গুলি জানা থাকলে আরও বেশী সক্রিয় হতে পারবে, পাপশাপাশি নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে স্থায়ী ও টেকসই বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠতে সক্ষম হবে।

১৬.৭.৩. অংশগ্রহনকারীর ধরণঃ

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ও এলাকার গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।

১৬.৭.৪. মোট অংশগ্রহনকারীঃ ৪৪ জন

১৬.৭.৫. সমাধান এর ভূমিকাঃ

- প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করা।
- পশিক্ষণের আয়োজন করা।
- প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।

১৬.৭.৬. মোট খরচঃ ৩,৯৯৬.০০

১৬.৭.৭. সার্বিক প্রভাবঃ

- কমিটির সদস্যদের নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে জ্ঞান বেড়েছে
- কমিটির সদস্যগণ নির্যাতন প্রতিরোধে তৎপর।
- সমাজে কমিটির সদস্যদের ভুমিকা প্রশংসনীয়।
- সকল ক্ষেত্রে কমিটির সদস্যগণ যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে।
- সমন্বয়য়ের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন তথা নির্যাতন প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম এর সাথে সর্বদা জড়িত।
- ওয়ার্ড কমিটির সদস্যদেরকে সহযোগিতা প্রদান করছে।

১৬.৭.৮. উপকারভোগীদের উপর প্রভাবঃ

- এলাকায় নির্যাতন কমছে।
- নির্যাতন সংক্রান্ড় বিচার সালিশে বিচার পাচ্ছে।
- বিয়ে রেজিষ্ট্রির মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে।
- তালাকের প্রবনতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।
- শারিরীক নির্যাতন প্রতিরোধে এলাকা স্বোচ্চার।

১৬.৮. সম্পাদিত কাজঃ

ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির ত্রৈ-মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও কর্মপরিকল্পনা সভা করা।

১৬.৮.১. বাস্ড়বায়িত এলাকাঃ

কেশবপুর উপজেলার ত্রিমোহিনী, সাগরদাঁড়ী, কেশবপুর এবং পাঁজিয়া ইউনিয়ন।

১৬.৮.২. বাস্ড়বায়নের যৌক্তিতাঃ

ইউনিয়ন কমিটির সদস্যদেরকে নিয়মিত মিটিং এর মাধ্যমে নির্যাতন প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমে তাদেরকে উৎসাহিত করা। বিগত কোয়ার্টারের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের অগ্রগতি, বাধা/ঝুঁকিসমূহ ইত্যাদি আলোচনা, বাধা বা ঝুঁকিসমূহ নিরসনের উপায় নির্ধারন করা, ওয়ার্ড কমিটির সদস্যদের নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক উদ্যোগে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে উদ্যোগী করা এবং ওয়ার্ড/গ্রাম পর্যায়ে নির্যাতন প্রতিরোধমূলক আর কিকি কার্যক্রম/উদ্যোগ পরবর্তী সময়ের জন্য উপযোগী তা নির্ধারন পূর্বক পরবর্তী কোয়ার্টারের পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন এর মাধ্যমে ইউনিয়ন কমিটির সদস্যদেরকে সক্রিয় করে তোলা।

ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির ত্রৈ-মাসিক সভা।

১৬.৮.৩. অংশগ্রহনকারীর ধরণঃ

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ও এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

১৬.৮.৪. মোট প্রকৃত অংশগ্রহনকারীঃ ৪৪ জন।

১৬.৮.৫. সমাধান এর দায়দায়িত্বঃ

- নিয়মিত সভার আয়োজন করা।

- সভার আলোচ্য বিষয় নির্ধারন করা।
- নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাতে সহায়তা প্রদান করা।
- উপজেলা আইন সালিশী বোর্ডের সদস্যদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা প্রদান করা।
- অগ্রগতি পর্যালোচনা, পরবর্তী সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ ইত্যাদি আলোচনা এবং সিদ্ধান্ড় গ্রহনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা।
- পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে সহযোগিতা, পরামর্শ প্রদান ও প্রয়োজনীয় সুপারভিশন ও মনিটরিং করা।

১৬.৮.৬. মোট খরচঃ ১৩,৯৮১.০০

১৬.৮.৭. সার্বিক প্রভাবঃ

- কমিটির সদস্যগণ এর জ্ঞান, দক্ষতা ও নেতৃত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- নির্যাতন প্রতিরোধে এরাকায় স্থায়ী ও দক্ষ বাহিনী গড়ে উঠছে।
- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে এলাকায় ব্যাপক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কমিটির সদস্যগণ স্থানীয় পর্যায়ে সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করছে।
- উপজেলা আইন সালিশী বোর্ডের সদস্যদের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করে কাজ করছে।
- নির্যাতন বির"ধী আন্দোলন গড়ে উঠছে।
- সমাজ থেকে নারী ও শিশু নির্যাতন দিন দিন লোপ পাচ্ছে।

১৬.৮.৮. উপকারভোগীদের উপর প্রভাবঃ

- নির্যাতন বির"ধী আন্দোলনে স্বোচ্ছার হয়েছে।
- নির্যাতিতদের কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- নির্যাতন দিন দিন কমছে।
- বিবাহ রেজিষ্ট্রির প্রবনতা বাড়ছে।
- যৌতুক তালাকের প্রবনতা কমছে।

১৬.৯. **সম্পাদিত কাজঃ** গ্রাম ভিত্তিক উঠান বৈঠক করা।

১৬.৯.১. বাস্ড়বায়িত এলাকাঃ

কেশবপুর উপজেলার ত্রিমোহিনী, সাগরদাঁড়ী, কেশবপুর এবং পাঁজিয়া ইউনিয়নের প্রত্যন্ড় এলাকা বিভিন্ন গ্রাম এর নারী ও পুর"ষ।

১৬.৯.২. বাস্ড়বায়নের যৌক্তিতাঃ

জলাবদ্ধ এলাকার তৃণমূল পর্যায়ে বসবাসকারী দরিদ্র পরিবারের অসংখ্য নারী ও শিশুরাই নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। এই সমস্থ পরিবারের নারীদেরকে উঠান বৈঠকে আলোচনার মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন এর কারন, এর কুফল, নির্যাতন প্রতিরোধে করনীয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে নির্যাতন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা প্রদান করা হয়েছে এবং এই সকল সদস্য তাদের নিজ পরিবারের অন্যান্য সদস্য, আত্মীয় পরিবারের সদস্য ইত্যাদি ব্যক্তিদেরকে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সকলকে সচেতন করছে, ফলে এলাকায় ব্যাপক জনগণের মধ্যে এ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য পেয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু জলাবদ্ধ এলাকার প্রত্যন্ড় গ্রামের এই জাতীয় দরিদ্র পরিবারের নারী ও শিশুরাই নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে সেহেতু নির্যাতনের কারন, কুফল এবং করনীয় বিষয়ে এই সকল মানুষ সচেতন হয়ে এলাকায় দক্ষ বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠছে এবং পরিবার ও সমাজ থেকে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে।

১৬.৯.৩. অংশগ্রহনকারীর ধরণঃ

প্রকল্প এলাকার সকল ইউনিয়নের প্রত্যন্ড় এলাকার ৫৮ টি গ্রাম এর নারী।

১৬.৯.৪. মোট অংশগ্রহনকারীঃ ০০০০০০০০ জন।

১৬.৯.৫. সমাধান এর দায়দায়িত্বঃ

- গ্রাম ভিত্তিক উঠান বৈঠকের আয়োজন করা।
- বৈঠকে নারী ও শিশু নির্যাতন এর কারন, ক্ষেত্রে ও পরনতি এবং এর প্রতিকার বিষয়ে বিস্ড়রিত আলোচনা করা।
- সেশনে অংশগ্রহনকারী সদস্যগণ ফিরে গিয়ে নিজ পরিবারে ও আত্মীয় স্বজনদের সাথে যাতে আলোচনা করেন সে বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা।
- সুপারভিশন ও মনিটরিং।
- নির্যাতিত নারী ও শিশুদের আইনী ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা যাবে মর্মে বার্তা প্রচার করা।

১৬.৯.৬. মোট খরচঃ ৫,৭৮৭.০০

১৬.৯.৭. সার্বিক প্রভাবঃ

- সমাজের বিভিন্ন পেশার নারী ও পুর"ষদের নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে জ্ঞান দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- নির্যাতন প্রতিরোধে এলাকায় দক্ষ বাহিনী গড়ে উঠেছে।
- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে এলাকায় ব্যাপক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড কমিটির সদস্যগণদের নিকট থেকে সকল ধরনের সহযোগিতা গ্রহন করছে।
- সমাজে নির্যাতন বির"ধী আন্দোলন গড়ে উঠছে।
- সমাজ থেকে নারী ও শিশু নির্যাতন দিন দিন লোপ পাচ্ছে।

১৬.৯.৮. উপকারভোগীদের উপর প্রভাবঃ

- নির্যাতন বির"ধী আন্দোলনে স্বোচ্ছার হয়েছে।
- সাধারন নারীগণের কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- নির্যাতন দিন দিন কমছে।
- বিবাহ রেজিষ্ট্রির প্রবনতা বাড়ছে।
- যৌতুক তালাকের প্রবনতা দিন দিন কমছে।

১৬.১০. সম্পাদিত কাজঃ

উপজেলা কেন্দ্রিক ৫ সদস্য বিশিষ্ট আইন সালিশী বোর্ড গঠন ও নির্যাতনের বির"দ্ধে প্রয়োজনীয় সালিশী সমাধা ও ওয়ার্ড কমিটিকে সার্বিক সহায়তা প্রদান এবং প্রয়োজনে কোর্টের আশ্রয় নিতে নির্যাতিত নারী শিশুদেরকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।

১৬.১০.১. বাস্ড়বায়িত এলাকাঃ কেশবপুর উপজেলা ।

১৬.১০.২. বাস্ড়বায়নের যৌক্তিতাঃ

জলাবদ্ধ এলাকার তৃণমূল পর্যায়ে বসবাসকারী দরিদ্র পরিবারের অসংখ্য নারী ও শিশুরাই নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। গ্রাম এলাকার দরিদ্র পরিবারের নির্যাতিত নারী ও শিশু আসলে কার কাছে আইনী সহায়তা পাওয়া যায় তা জানতো না, অপরদিকে আইনী সহায়তা দানকারী ব্যক্তিগণও দারিদ্র মানুষের সেবা বা সহায়তা প্রদান করতে অভ্যস্ড় ছিলেন না, কারন তারা টাকা দিতে পাবরে না। সব চেয়ে বড় কারন ছিল ডাক্তার বা উকিল সাহেবগণও আসলে এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন না, তাই তাদেরকে সংগঠিত করে সঠিক দায়িত্ব পালনে তৎপর করা বিশেষ করে নির্যাতিত নারী ও শিশুদের আইনী ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য তাদের জ্ঞান চক্ষুকে নারা দেয়া।

১৬.১০.৩. অংশগ্রহনকারীর ধরণঃ

উকিল, সাংবাদিক, এনজিও কর্মকর্তা, সুশিল সমাজের প্রতিনিধি এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।

১৬.১০.৪. মোট অংশগ্রহনকারীঃ ০৬ জন।

১৬.১০.৫. সমাধান এর দায়দায়িত্বঃ

- উপজেলা আইন সালিশী বোর্ড সদস্য নির্বাচন করা।
- আইন সালিশী বোর্ড গঠন করা।
- বোর্ডের সাথে ডায়লগ করা।
- নির্যাতিত নারী ও শিমুদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা।
- আইন সালিশী বোর্ডের সদস্যদেকে নারী ও শিশু নির্যাতন এর কারন, ক্ষেত্রে ও পরনতি এবং এর প্রতিকার বিষয়ে সচেতন করা।
- নির্যাতিত নারী ও শিশুদের আইনী ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান এর ব্যাপারে বোর্ডের সাথে সভা করা।
- প্রকৃত নির্যাতনকারী নির্বাচন পূর্বক আইনী ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা।

১৬.১০.৬. মোট খরচঃ ৫,১০০.০০

১৬.১০.৭. সার্বিক প্রভাবঃ

- বোর্ডের সদস্যদের নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে জ্ঞান দক্ষতা ও দায়িত্ব বোধ সৃষ্টি হয়েছে।
- নির্যাতন প্রতিরোধে বিজ্ঞ বোর্ড এর সদস্যগণ কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে।
- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে এলাকায় ব্যাপক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সমাজে নির্যাতন বির"ধী আন্দোলন গড়ে উঠছে।
- সমাজ থেকে নারী ও শিশু নির্যাতন দিন দিন লোপ পাচ্ছে।
- নির্যাতিত নারী ও শিশু আইনী ও চিকিৎসা সহায়তা পাচ্ছে।

১৬.১০.৮. উপকারভোগীদের উপর প্রভাবঃ

- নির্যাতন বির"ধী আন্দোলন স্বোচ্ছার হয়েছে।
- সাধারন নারীগণের কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- নির্যাতিত ব্যক্তি আইনী ও সালিশী সহায়তা পাচ্ছে।
- নির্যাতিত ব্যক্তিগণ চিকিৎসা সহায়তা পাচ্ছে।
- নির্যাতনকারীগণ দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে।
- নির্যাতন দিন দিন কমছে।

১৬.১১. সম্পাদিত কাজঃ গণ নাটক ও গণ-সংগীত মঞ্চায়ন।

১৬.১২.১. বাস্ড়বায়িত এলাকাঃ

কেশবপুর উপজেলার ত্রিমোহিনী, সাগরদাঁড়ি, কেশবপুর ও পাঁজিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রত্যন্ড় গ্রাম এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

১৬.১২.২. বাস্ড়বায়নের যৌক্তিতাঃ

জলাবদ্ধ এলাকার তৃণমূল পর্যায়ে বসবাসকারী দরিদ্র পরিবারের অসংখ্য নারী ও শিশুরাই নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। গ্রাম এলাকার দরিদ্র পরিবারের নারী/পুর"ষগণ নির্যাতন কাকে বলে, নির্যাতনের কারন ও ক্ষেত্র কি, এর পরিনতী ও ভয়াবহতা সম্পর্কেও তাদরে ধারনা তেমন ছিল না। গণ-সংগিত ও নাটকের মাধ্যমে এলাকার বিভিন্ন বয়সের নারী, পুর"ষ, কিশোর, কিশোরী, ছাত্র, শিক্ষক ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং মেম্বর তথা সর্বস্ড়রের মানুষকে সচেতন করা হয়েছে। এখন এলাকার সর্বস্ড়রের মানুষ যথেষ্ট সচেতন হয়েছে।

Qwe‡Z bvix I wkï wbh©vZb

১৬.১২.৩. অংশগ্রহনকারীর ধরণঃ

এলাকার বিভিন্ন বয়সের নারী, পুর"ষ, কিশোর, কিশোরী, ছাত্র, শিক্ষক ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বর ও সাংবাদিক।

১৬.১২.৪. মোট অংশগ্রহনকারীঃ oooooooo জন।

১৬.১২.৫. সমাধান এর দায়দায়িত্বঃ

- গান ও নাটক লেখা ও মঞ্চায়নের জন্য চর্চা করা।
- স্থান নির্বাচন করা।
- সর্বস্ড়রের মানুষের অংশগ্রহন নিশ্চিতকরণে ব্যাপক প্রচার করা।
- গান ও নাটক মঞ্চায়ন করা।
- নির্যাতন প্রতিরোধে সংশিণ্টষ্টদের সক্রিয় অংশগ্রহনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করা।

১৬.১২.৬. মোট খরচঃ ১১৯৭৯

১৬.১২.৭. সার্বিক প্রভাবঃ

- এলাকার সর্বস্ড়রের মানুষের নির্যাতন ও এর প্রতিকার বিষয়ে ধারনা ও তাদের দায়িত্ব বোধ সৃষ্টি হয়েছে।
- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে এলাকায় ব্যাপক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সমাজে নির্যাতন বির"ধী আন্দোলন গড়ে উঠছে।
- সমাজ থেকে নারী ও শিশু নির্যাতন দিন দিন লোপ পাচ্ছে।

১৬.১২.৮. উপকারভোগীদের উপর প্রভাবঃ

- নির্যাতন বির"ধী আন্দোলনে এলাকাবাসী স্বোচ্ছার।
- সাধারন নারীগণের কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- নির্যাতনকারীগণ দিন দিন কোন ঠাসা ও দুর্বল হয়ে পড়ছে।
- নির্যাতন দিন দিন কমছে।

১৭. প্রকল্পের আওতায় দক্ষতা উন্নয়নমূলক উদ্যোগসমূহঃ

ক্রম	প্রশিক্ষণ/সভার নাম	প্রশিক্ষণ /সভার সংখ্যা	মোট অংশগ্রহনকারী			ফলাফল
			নারী	পুর"ষ	মোট	
১	সমাধান এর কর্মীদের প্রশিক্ষণ।	১ টি				
২	ওয়ার্ড নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ।	১ টি				
৩	ওয়ার্ড নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের ত্রৈ-মাসিক সভা।					
৪	ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ।	১ টি				
৫	ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের ত্রৈ-মাসিক সভা।					
৬	মহিলা সমিতিতে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে সেশন পরিচালনা করা।					
৭	গ্রাম ভিত্তিক উঠান বৈঠক।	৫৮ টি				
৮	নাটক এবং গণ- সংগীত মঞ্চায়ন ও তৎপরবর্তী উদ্বুদ্ধকরণ সভা পরিচালনা করা।	৪ টি				
৯	উপজেলা আইন সালিশী বোর্ডের সভা।					

১৮. সমাধান এর চলমান অন্যান্য কার্যক্রমের উপর এর প্রভাবঃ

সমাধান এর চলমান কার্যক্রমের উপর এই কর্মসুচির প্রভাব যথেষ্ট, যা নিম্নে উলেণ্টখ করা হ'ল-

- সংস্থার অন্যান্য কর্মসুচির সাথে জড়িত উপকারভোগীগণ এই প্রকল্পের মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সমর্ম্পে জানার সুযোগ পেয়েছেন।
- উপকারভোগী পরিবারের নারী ও শিশুরা নির্যাতন প্রতিরোধের সুফল ভোড় করছেন।
- উপকারভোগীগণ কাজে এবং সংস্থার প্রতি অধিক মনোযোগী।
- কর্ম এলাকায় সংস্থার ভাবমূর্তী অনেকাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- অন্যান্য দাতাগোষ্ঠীর নিকট সংস্থার গ্রহনযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৯. কার্যক্রম ভিত্তিক বরাদ্দ ও খরচঃ

ক্রম	কার্যক্রমের নাম	বরাদ্দ	খরচ

ক্রম	কার্যক্রমের নাম	বরাদ্দ	খরচ
১	কর্মী নিয়োগ।	০	০
২	কর্মীর মৌলিক প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর।	১৫০০	০
৩	কর্মীদের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন।	১৫০০	১৪৯৭
৪	মহিলা সমিতিতে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে গণ–সচেতনতামূলক সেশন পরিচালনা করা।	০	০
৫	১২ টি ওয়ার্ড নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন।	১২০০	১২০০
৬	১২ টি ওয়ার্ড নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান।	১২০০০	১১৯৭৩
৭	১২ টি ওয়ার্ড নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির ত্রৈ-মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরবর্তী সময়ের পরিকল্পনা প্রনয়ণ সভা।	২১০০০	২০৯৮১
৮	৪ টি ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি।	০	০
৯	৪ টি ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান।	৪০০০	৩৯৯৬
১০	৪ টি ইউনিয়ন শিশূ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির ত্রৈ-মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরবর্তী কোর্য়াটারে বাস্ড়বায় যোগ্য পরিকল্পনা প্রনয়ণ সভা ।	১৪০০০	১৩৯৮১
১১	নারী ও নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে গ্রাম ভিত্তিক উঠান বৈঠক পরিচালনা।	৫৮০০	৫৭৮৭
১২	উপজেলা কেন্দ্রিক আইন সালিশী বোর্ড গঠন।	০	০
১৩	আইন সালিশী বোর্ডের সভা (চাহিদা মাফিক)।	০	০
১৪	নির্যাতিত নারী ও শিশুদের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইনী ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান।	৫১০০	৫১০০
১৬	নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে ব্যাপক গণ-সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে গণ-নাটক মঞ্চায়ন ও গণ সংগীত পরিবেশনা ।	১২০০০	১১৯৭৯
১৭	নারী ও শিশু নির্যাতন বিষয়ে শিক্ষামূলক উপকরণ সংগ্রহ।	৯০০	৮৯৭
১৮	শিক্ষামূলক তথ্য বোর্ড স্থাপন।	০	০

২০. কার্যক্রম বাস্ড়বায়নে কি ধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছেঃ

- দুর্যোগকালীন সময়ে (জলাবদ্ধতা) প্রত্যন্ড়গ্রামগুলিতে যোগাযোগ করা।
- দুর্যোগ (জলাবদ্ধতা) কবলিত আশ্রয়হীন ও চরম ক্ষুধার্থ মানুষকে নিয়ে গ্রাম্য উঠান বৈঠক ও সমিতিতে সেশান পরিচালনা করা।
- দুর্যোগকালীন সময়ে (জলাবদ্ধতা) ওয়ার্ড কমিটির সভা করা।

২১. চ্যালেঞ্জ কাটাতে কি কি উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছেঃ

- অন্যান্য দাতা সংস্থার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে এলাকায় ব্যাপক ত্রাণ ও পূনর্বাসন কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করা।
- আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিতদের সাথে এবং ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত স্থানীয় লোকজনের সাথে নির্যাতন বিষয়ে তৎপর থাকার ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা করা।

২২. সমাধান এর শিক্ষনীয় দিকসমূহঃ

- কর্ম এলাকার সরকারী বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন করা।
- কার্যক্রম বাস্ড়বায়নে এলাকার সরকারী বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদেরকে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করা।

- সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।
- কর্ম পরিকল্পনা ও বরাদ্দকৃত অর্থের সকল তথ্য বাস্ড়বায়নকারী কর্মীদের জানানো।
- কার্যক্রম বাস্ড়বায়নে সংশিণ্টষ্ট কর্মীদের নেতৃত্বের বিকাশের মাধ্যমে সিদ্ধান্ড়গ্রহনে পারদর্শী হিসেবে গড়ে তোলা।
- উচ্চতর কর্মকর্তার ফলো আপ ও মনিটরিং নিশ্চিত করা।
- দলীয় উদ্যোগ একক উদ্যোগের চেয়ে অধিক কার্যকরী।

২৩. প্রকল্পের সীমাবদ্ধতাঃ

- প্রকল্প কর্মী সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।
- কার্যক্রমের ব্যাপকতার তুলনায় বরাদ্দ কম।
- প্রকল্পে দক্ষ প্রকল্প কর্মীরদেরকে ধরে রাখার ব্যবস্থা নাই।

২৪. টেকসই উন্নয়ণে বিশেষ সুপারিশঃ

- উলেণ্টখিত সীমাবদ্ধতা দুরীকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করা।
- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে তথা সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা মহোদয়দের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে লিখিতভাবে পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

২৫. উপসংহার ঃ

সংশিণ্টষ্ট সকলের সহযোগিতায় অত্যন্ড় স্বচ্ছতার সাথে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পেরে আমরা সকলের নিকট আন্ড়রিকভাবে কৃতজ্ঞ। প্রকল্প কার্যত্রম বাস্ড়বায়নে হয়তো সমাধান এর অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল, কিন্তু সমাধান এর আন্ড়রিকতার কোন ঘাটতি ছিল না। সমাধান এই কার্যক্রম বাস্ড়বায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ পীরিত এলাকার নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের সুযোগ পেয়ে সমাধান প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধন্য মনে করে।.

এই প্রতিবেদনে যে কোন ধরনের প্রশ্ন অথবা পরামর্শ সাদরে গ্রহনীয়।

মোঃ রেজাউল করিম
পরিচালক
সমাধান
কেশবপুর, যশোর।